হারবাল চিকিৎসার এমএলএম প্রতারণা

দুই কোম্পানিকে জরিমানা

অবশেষে এমএলএম কোম্পানি গ্যানেক্স বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেডকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। কোম্পানিটি ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের অনুমতি ছাড়াই গত ২ বছর ধরে ব্যাঙের ছাতা (মাশরুম) থেকে তৈরি দুটি ক্যাপসুলকে বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে বিক্রি করছে প্রতারণামূলক এমএলএম পদ্ধতিতে। অবশ্য মালয়েশিয়ায় তৈরি এসব ক্যাপসুলের লেবেলে 'ফুড সাপ্লিমেন্ট' উল্লেখ করা আছে। কিন্তু এগুলোর ঔষধি গুণাগুণ বর্ণনা করে গ্যানোথেরাপিসহ একাধিক বই প্রকাশ করেছে কোম্পানিটি।

গত ২৯ আগস্ট বিকেলে ম্যাজিস্ট্রেট রোকন-উদ-দৌলার নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত গুলশানে গ্যানেক্সের প্রধান কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে কথিত ওষুধগুলো জব্দ করে একটি মামলা ও জরিমানা করেন। ইতিপূর্বে গ্যানেক্সের বিরুদ্ধে গত ২৫ আগস্ট সিএমএম আদালতে প্রতারণার মামলা (নং-১১২২/০৫) করেছেন এর সদস্য আবদুল মোতালেব পাটোয়ারী। এতে মালয়েশিয়ার নাগরিক ওয়াকারসহ ৬ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এ বইটি প্রত্যাহার করেছে ডেসান

২৩ আগস্ট ভ্রাম্যমাণ আদালত এমএক্সএন মডার্ন হারবালে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এ ব্যাপারে মডার্নের চেয়ারম্যান ওএমডি ডা. মতি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, আমাদের সব কাগজপত্র ঠিক আছে। মূলত আমরা একটি কুচক্রীমহলের ষড়যন্ত্রের শিকার। উল্লেখ্য, সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত ১২ আগস্ট সংখ্যায় 'হারবাল চিকিৎসা এমএলএম প্রতারণার নতুন ফাঁদ' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

'গ্যানোথেরাপি' বই প্রত্যাহার

গত ১৭ আগস্ট সকালে মশিউর রহমান ফোন করে সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেছেন, 'আপনি গতকাল বিকেলে ফোন করার পর খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, ২০০২ সালের জুলাই মাসে এ কোম্পানির যাত্রা শুরু। তখন এর কান্ট্রি ম্যানেজার ছিলেন গাজ্জালি। গত বছর তিনি তার দেশ মালয়েশিয়ায় ফিরে গেছেন। তিনিই ক্যাপসুল-গুলো নিয়ে ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরে গিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, ক্যাপসুলগুলোকে আমরা হারবাল মেডিসিন ঘোষণা না করলে ওষুধ প্রশাসনের কিছুই করণীয় নেই। আর আমরা গতকাল সিদ্ধান্ত নিয়েছি, 'গ্যানোথেরাপি' বইটি আর ডিএক্সএন সদস্যদের দেয়া হবে না। কারণ এর ফলে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

'ক্যাপসুলগুলো মেডিসিন নয় ফুড সাপ্লিমেন্ট'

কে এম রফিক আহমেদ
কান্ট্রি ম্যানেজার, ডেসান বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড

২০০০ : আপনাদের অনেক সদস্য মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির মোহাম্মদকে ডিএক্সএন কোম্পানির লিগ্যাল অ্যাডভাইজর বলে দাবি করছেন। এটা ঠিক কি না?

রফিক : এটা ঠিক নয়। কোনো সদস্য এ রকম কথা বলে থাকলে, আমরা প্রমাণ পাওয়া মাত্রই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। তাছাড়া ডিএক্সএনের ম্যানেজমেন্ট কি বলছে সেটাও তো দেখতে হবে। সদস্যরা বললেই তো হবে না।

২০০০ : আপনাদের আরজি এবং জিএল নামের দুটি ক্যাপসুল খেলে ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগ ভালো হয়ে যায় এবং এগুলো হারবাল মেডিসিন বলেও আপনারা প্রচার করে থাকেন।

রফিক : এগুলো মেডিসিন নয়, ফুড সাপ্লিমেন্ট (সম্পূরক খাদ্য)।

২০০০ : তাহলে ডিএক্সএনের সদস্যরা ব্যাঙের ছাতা থেকে তৈরি ফুড সাপ্লিমেন্টকে হারবাল মেডিসিন বা ভেষজ ওষুধ বলছে কেন?

মশিউর রহমান : আপনাকে বলছে তার প্রমাণ কোথায়? ডিএক্সএনের কোনো সদস্য এ কথা বলতে পারে না।

২০০০ : গতকাল (১৪ আগস্ট) আপনাদের সামনেই ডিএক্সএনের মেম্বার আজম বলেছেন, রিশিগ্যানো (আরজি) এবং গ্যানোসিলিয়াম (জিএল) ক্যাপসুল বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত। অথচ আপনারা অর্থাৎ ডিএক্সএন ম্যানেজমেন্ট বলছেন বিএসটিআইর অনুমোদন নেই।

মশিউর : ক্যাপসুলগুলো ঢাবির পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরিতেও পরীক্ষা করে বলা হয়েছে, এতে বিষাক্ত কিছু নেই। বরং ফুড সাপ্লিমেন্ট হিসেবে খুবই ভালো।

২০০০ : ডিএক্সএনের পক্ষে ডেসান 'গ্যানোথেরাপি' নামে যে বই প্রকাশ করেছে তাতে ডায়বেটিস, হৃদরোগসহ একাধিক রোগের ওষুধ হিসেবে ওই ক্যাপসুলের কথা বলা হয়েছে। ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের অনুমতি ছাড়া এভাবে ওষুধ বিক্রি করা বেআইনি। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

মশিউর : এ ব্যাপারে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তাই অনুসরণ করবো।

২০০০ : আপনারা কি ওষুধ প্রশাসনের অনুমতি চেয়েছিলেন?

মশিউর : হ্যাঁ। কিন্তু এগুলো ফুড সাপ্লিমেন্ট বলে তারা আর এ বিষয়ে কোনো কথা বলেনি।

*[সাক্ষাৎকার গ্রহণে সহযোগিতা করেন কোম্পানির বিজনেস কনসালটেন্ট **মশিউর রহমান**]*